গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় মৎস্য নীতি

১৯৯৮

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠাঃ
১.০	ভূমিকা		৩
	১.১	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ	৩
২.০	জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলী		৫
৩.০	জাতীয় মৎস্য নীতির আইনানুগ ব্যাপ্তি		৫
৪.০	জাতীয় মৎস্য নীতির পরিধি		৫
৫.০	অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি		৬
৬.০	অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা নীতি		৯
৭.০	উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ নীতি		১২
৮.০	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি		১৫
	৮.১	অতীত মৎস্য জরীপ সমূহের ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যবহার	১৬
	৮.২	সামুদ্রিক জৈব সম্পদ সংরক্ষণ	১৭
	৮.৩	ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ	১৮
৯.০	মৎস্য সম্পর্কীয় সহায়ক নীতি		২০
	৯.১	স্বাস্থ্য সম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন	২০
	৯.২	মৎস্য পরিবহণ ও বিপনন	২০
	৯.৩	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	২২
	৯.৪	মৎস্য রপ্তানি	২২
	৯.৫	মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা	২২
	৯.৬	মৎস্য প্রশিক্ষণ	২৩
	৯.৭	মৎস্য সম্প্রসারণ	২৪
	৯.৮	মৎস্য গবেষণা	২৬
	৯.৯	মৎস্য সেক্টরের প্রতিষ্ঠানিক বিষয়াদি	২৮
	৯.১০	মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ	২৮
	৯.১১	মৎস্য ঋণ	২৯
	৯.১২	মৎস্য সমবায়	৩০
১০.০	অন্যান্য বিষয়াদি		৩১
	১০.১	লাইসেন্স প্রদান ক্ষমতা	৩১
	১০.২	শিল্প	৩১
	১০.৩	আমদানী	৩১
	১০.৪	রপ্তানি	৩২
	১০.৫	প্রক্রিয়াজাত কারখানা	৩২
	১০.৬	আত্ম কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন	৩৩
	১০.৭	অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য প্রেরণা	৩৩
	১০.৮	নির্ভরযোগ্য ডেটাবেজ	৩৩
	১০.৯	জাতীয় মৎস্য পরিকল্পনা	৩৩
	১০.১০	বিদেশী প্রজাতির মাছ/পোনা আমদানী	৩৪
১১.০	জাতীয় মৎস্য নীতি বাস্তবায়ন কৌশল		৩৪

জাতীয় মৎস্য নীতি

১.০ ভূমিকা

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫.০০ ভাগ এবং কৃষি সম্পদের ১৬.৭ ভাগ মৎস্য সেক্টরের অবদান। ১৯৯৬-৯৭ সালে জাতীয় রপ্তানি আয়ে মৎস্য সেক্টরের অবদান তৃতীয় স্থানে রয়েছে। রপ্তানি আয়ের ৮-১০ শতাংশ আসে মৎস্য সেক্টর থেকে। প্রায় ১২ লক্ষ মৎস্যজীবী সার্বক্ষণিক এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক খন্ডকালীন ভাবে মৎস্য সেক্টরে জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত।

১.১ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ পানি সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং সামুদ্রিক এলাকা। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর; এর মধ্যে প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর। তটরেখা (৪৮০ কিলোমিটার) বরাবর ২০০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ (Exclusive Economic Zone) সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তনের পরিমাণ প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশজ ও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। সমুদ্র-এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, কাঁকড়া, ঝিনুক, শৈবাল ইত্যাদি রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, ৪.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং ২.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন উপকূলীয় চিংড়ি খামার ও সামুদ্রিক জলাশয় থেকে পাওয়া গিয়েছে।

অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে অতীতে এ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টা ছিল সীমিত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট সরকারি বরাদ্দের মাত্র ১.৫৮% অর্থাৎ ৩৫০ কোটি টাকা এবং সমগ্র কৃষি সেক্টরের ২৪.৮% মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ছিল । মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) মৎস্য সেক্টরে মোট বরাদ্দের ১.৭৮% অর্থাৎ ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল । ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছিল।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (২০০১-২০০২ সাল) দেশে ২০.৭৫ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

মাছ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সুষম প্রোটিনের প্রধান উৎস। প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুষম প্রোটিনের অভাবে মানবদেহে উদ্ভূত সমস্যাদির মধ্যে রোগ প্রতিরোধক ও নিরাময় ক্ষমতা হ্রাস, শিশুর মস্তিষ্কের যথাযথ বিকাশ না হওয়া ও শিশু মৃত্যুর আধিক্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মোকাবেলায় দেশে প্রকট খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। তা'ছাড়া সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে দেশে ব্যাপকভাবে পশুপাখীর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও অনুজ্জ্বল। তাই প্রাণীজ প্রোটিন সমৃদ্ধ সুষম খাদ্যের জন্য জনগণের মাছের উপর নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবদান আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ।

মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে যথেষ্ট পানি ধারণ ও সংরক্ষণ কল্পে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও খনন কাজের মাধ্যমে নদী, খাল, বিল ইত্যাদিতে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বহুবিধ। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও এর প্রবৃদ্ধির পরিপন্থী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানারূপ প্রতিকূল পরিবর্তন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব কিংবা প্রাপ্তিসাধ্য জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, প্রতিষ্ঠানিক

দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ছাড়াও সর্বোপরি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় মৎস্য নীতির অভাব এই সেক্টরের আশানুরূপ উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। এ সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান করে মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় মৎস্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.০ জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলী

(ক) মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;

(খ) আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(গ) প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ;

(ঘ) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং

(ঙ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

৩.০ জাতীয় মৎস্য নীতির আইনানুগ ব্যাপ্তি

৩.১ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বা মৎস্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সরকারি, স্বায়ত্ব-শাসিত, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেরসকারী প্রতিষ্ঠান, বে-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি সকলেই জাতীয় মৎস্য নীতির আওতাভুক্ত হবে।

৩.২ মৎস্য উৎপাদনযোগ্য সকল জলাশয় ও এর মধ্যস্থ মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এই নীতির আওতাভুক্ত হবে।

৪.০ জাতীয় মৎস্য নীতির পরিধি

সমন্বিত উপায়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত নীতি সমূহের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি;

(খ) অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও এর ব্যবস্থাপনা নীতি;

(গ) উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্যচাষ নীতি;

(ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি; এবং

(ঙ) মৎস্য সম্পর্কীয় সহায়ক নীতি ঃ

- (১) স্বাস্থ্য সম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- (২) মৎস্য পরিবহণ ও বিপনন;
- (৩) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ;
- (৪) মৎস্য রপ্তানি;
- (৫) মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা নীতি;
- (৬) মৎস্য প্রশিক্ষণ নীতি;
- (৭) মৎস্য সম্প্রসারণ নীতি;
- (৮) মৎস্য গবেষণা সম্পর্কীয় নীতি;
- (৯) মৎস্য সেক্টরের প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাদি;
- (১০) মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ নীতি;
- (১১) মৎস্য ঋণ নীতি; ও
- (১২) মৎস্য সমবায় সংক্রান্ত নীতি ।

(চ) মৎস্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদি।

৫.০ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি

নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, প্লাবনভূমি প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস । এরূপ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে দেশে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এই উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ মুক্ত জলাশয় থেকে আহরিত হয়। বিগত কয়েক বৎসরে এ উৎস থেকে মৎস্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। উৎপাদন হ্রাসের কারণসমূহ প্রধানত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ

ও পোনা মাছ নিধন, ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব ভিত্তিক ব্যাবস্থাপনা, শস্য চাষের জন্য মাছের আবাসভূমি ও বিচরণ ক্ষেত্র থেকে মাত্রাতিরিক্ত পানি অপসারণ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে পৌর এলাকার ও শিল্প কারখানার বিষাক্ত ক্ষতিকারক বর্জ্য নিষ্কাশন, কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে পানি দূষণ, নদী, বিল ও হাওড় এলাকা পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ইত্যাদি অন্যতম। তাই মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ গ্রহণ করা হবে ঃ

৫.১ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন, কৃষি, শিল্প, সড়ক ও নগর উন্নয়ন সহ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাছ ও মাছের আবাসভূমির ক্ষতি নূন্যতম পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.২ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইজারাপ্রথা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হবে এবং মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সীমিত রাখা হবে।

৫.২.১ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী জলাশয়/জলমহালের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষে "মৎস্য অভয়াশ্রম" গড়ে তোলা হবে।

৫.২.২ মৎস্যজীবী সংগঠন ও স্থানীয় সরকার সমূহের মাধ্যমে চিহ্নিত মৎস্য অভয় আশ্রমসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করবে। চিহ্নিত জলাশয় সমূহের বরাদ্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

৫.২.৩ মৎস্য অভয়াশ্রমের নিমিত্তে চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশবিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত হবে।

৫.৩ বিল, হাওড় ও অন্যান্য প্লাবন ভূমিতে বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প সমূহের অন্তর্ভুক্ত বাঁধ পরিবেষ্টিত অঞ্চল সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পোনা ছেড়ে মাছ ও ধান চাষের সমন্বিত মডেল সম্প্রসারণ করা হবে।

৫.৪ দেশব্যাপী নিচু ভূমি যেখানে বর্ষাকালে ৩ মাসের অধিককাল ৫০ সেঃ মিঃ বা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি জমা থাকে বা জমা রাখা সম্ভব হয় সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.৫ মাছের প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য ডিমওয়ালা মাছ ও মাছের পোনা ধরা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৬ মাছ ও গলদা চিংড়ি প্রজনন ক্ষেত্র সমূহ সংরক্ষণ করা হবে।

৫.৭ মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ইলিশ ও অন্যান্য প্রজাতির আইনত নিষিদ্ধ আকারের পোনা মাছ আহরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৮ অপরিকল্পিতভাবে বর্জ্য নিষ্কাশনের কারণে জলাশয় সমূহ নষ্ট হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। এমতাবস্থায় পৌর এলাকার এবং শিল্প কারখানার ক্ষতিকারক বর্জ্য সরাসরি জলাশয়ে নিষ্কাশন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং কৃষি ক্ষেত্রের পোকা মাকড় ধ্বংসকারী ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য এগ্রো-কেমিক্যালস এর ব্যবহার যৌক্তিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

৫.৯ মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক এবং আইনত নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল বা অন্য যে কোন জালের আমদানি, প্রস্তুত, বিক্রয়, মজুদ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।

৫.১০ মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ করার জন্য বর্তমানে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়াও মৎস্যজীবী সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সরকার পরিষদের উপর

দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। গ্রাম পর্যায়েও এব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫.১১ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের দরুন বা প্রাকৃতিক কারণে যে সমস্ত মুক্ত জলাশয় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, সে সব জলাশয় জরিপ করে সেখানে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.১২ খাল, বিল, ডোবা-নালা ও অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃতিক জলাশয়কে পানি শূন্য করা যাবে না।

৫.১৩ হাওড়, বাওড়, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করে এগুলো মাছ চাষের এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং এ সকল জলাভূমির আয়তন সংকুচিত করা যাবে না।

৫.১৪ দেশের সকল জলাশয় চিহ্নিত করে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে এর প্রাথমিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৫.১৫ সরকারি খাস জলাশয় ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবী এবং মৎস্য চাষীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫.১৬ অবলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

৫.১৭ পরীক্ষামূলকভাবে প্রদর্শনী কেইজ ও পেন স্থাপন করে সাফল্যলাভ সাপেক্ষে পেন ও কেইজ কালচারকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.০ অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা নীতি

বাংলাদেশে ১,৪৬,৮৯০ হেক্টর পুকুর দীঘি এবং ৫,৪৮৮ হেক্টর বাওড় রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পুকুর-দীঘিতে মাছের গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ২৪০০ কেজি এবং বাওড়ে মাত্র ৫৪০ কেজি। এ সব জলাশয়ে বিজ্ঞান

সম্মত উপায়ে চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে । আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ;

৬.১ দেশের সকল পুকুর ও দীঘি এবং অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করা হবে। বিদেশী প্রজাতির মাছের চাষ প্রবর্তনের পূর্বে ঐ প্রজাতির মাছ দেশীয় প্রজাতির মাছের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কি না এবং পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য ক্ষতিকারক হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করত ফলাফল ইতিবাচক হলে কেবল ঐ সকল বিদেশী প্রজাতির মাছের চাষ উৎসাহিত করা হবে।

৬.২ মৎস্য চাষের কারিগরি কৌশল সম্প্রসারণের জন্য সরকারি সহযোগিতায় প্রতিটি ইউনিয়নে বেসরকারি পর্যায়ে প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন করা হবে এবং থানা/ইউনিয়ন পরিষদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে অথবা বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.৩ মৎস্য চাষে মহিলাদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.৪ ভাসমান দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিকল্প উপার্জনের উৎসের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে হাওড়, বাওড় ও সম্ভাব্য অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৬.৪.১ সরকারি খাস দীঘি, পুকুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তহীন প্রান্তিক চাষী ও গরীব মৎস্যচাষী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। দরপত্র লব্ধ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারী খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হবে।

৬.৫ দেশীয় উপাদান সহযোগে স্বল্প ব্যয়ে মাছের খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এবিষয়ে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.৬ যৌথ মালিকানা হেতু বা অন্য কোন কারণে অনাবাদী থাকা পুকুরসমূহকে "পুকুর উন্নয়ন আইন" প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য চাষের আওতায় আনা হবে।

৬.৬.১ এতদব্যতিত দেশের হাজা-মজা পুকুর ও জলাশয় সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৭ মৎস্য চাষের সম্ভাবনাময় প্রতিটি অঞ্চলের মৃত্তিকা মানচিত্র প্রণয়ন করে ঐ অঞ্চলের উপযোগী মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় চুন ও সারের প্রকার ও ব্যবহার বিধি নির্দেশ করা হবে।

৬.৮ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে বাওড়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। অধিক পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য বাওড়ের পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৬.৮.১ স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠনকে বাওড়ে মৎস্য চাষের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান সহ তাদেরকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.৯ উপকূলীয় অঞ্চলে ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত ধান ক্ষেত সমূহে চিংড়ি ও মাছের সমন্বিত চাষকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.১০. মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ ও আবদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষের জন্য সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাহিদা অনুযায়ী পোনা উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬.১১ বানিজ্যিকভাবে পোনা তৈরীর মুখ্য দায়িত্ব বে-সরকারি খাতে ন্যস্ত থাকবে। পোনা তৈরীর প্রয়োজনীয় রেণু উৎপাদনের জন্য বে-সরকারি খাতে অধিক সংখ্যক হ্যাচারী স্থাপনের উৎসাহ দেয়া হবে।

৬.১২ সরকারি খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য চাষের উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারি মৎস্য খামার সমূহে ব্রুডব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত মানের ব্রুড উৎপাদন করে বেসরকারি পর্যায়ে বিতরণ, মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উপর মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় প্রজাতির মৎস্য প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তরের কেন্দ্র হিসেবে এ সকল মৎস্য খামারকে ব্যবহার করা হবে।

৬.১৩ সরকারের বিদ্যমান হ্যাচারী ও মৎস্য খামারগুলিতে সম্ভাব্যতা যাচাই করে গলদা চিংড়ির প্রজনন ও পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬.১৩.১ সারা দেশে সম্ভাব্য এলাকার দীঘি-পুকুরে একক গলদা চাষ বা কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ উৎসাহিত করা হবে।

৬.১৪ বিভিন্ন ধরনের মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ তৈরি করে বেসরকারি উদ্যোক্তা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১৫ মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষী এবং মৎস্যখাতে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৬.১৬ বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং এ ব্যাপারে পুঁজি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৬.১৭ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন জলাশয় সংস্কার করে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর নিকট মধ্য-মেয়াদী ইজারা দিয়ে মৎস্য চাষ নিশ্চিত করা হবে।

৭.০ উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ নীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের স্থান প্রথম। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ।

দেশে বর্তমানে প্রায় ১.৪০ লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। কিন্তু হেক্টর প্রতি চিংড়ির গড় উৎপাদন মাত্র ২০০ কিলোগ্রাম। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

৭.১ জাতীয় ও অন্যান্য পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কমিটি থাকবে। সরকারী নীতিমালার আলোকে পরিচালিত এ সকল কমিটি চিংড়ি চাষের উন্নয়ন ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগ ও অন্যান্য সমস্যাদির নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.২ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকল্পে মাছ ও ধান চাষ কিংবা চিংড়ি ও ধান চাষের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৩ ভবিষ্যতে নির্মিতব্য বাঁধ কিংবা পোল্ডারে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং এই সমস্ত পোল্ডার বা বাঁধ এলাকায় উপযুক্ত ফসল যেমন ধান, চিংড়ি উৎপাদনের অনুকূল ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হবে।

৭.৪ উন্নত সনাতনী পদ্ধতির চিংড়ি চাষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে সম্ভাবনাময় এলাকায় নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবেশ সহনীয় আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ উৎসাহিত করা হবে। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে চিংড়ি চাষের বিস্তার অথবা ম্যানগ্রোভ বন বিপন্ন করতে পারে এমন চিংড়ি চাষ বিষয়ক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য চিংড়ি ঘের ও তার পার্শ্বে অবস্থিত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে উপযোগী বৃক্ষ রোপন সংশ্লিষ্ট চিংড়ি খামার মালিকগণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭.৫ এলাকা ভিত্তিক বিদ্যমান বিভিন্ন পরিবেশে সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি পর্যায়ে চিংড়ি প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭.৬ অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পের ন্যায় চিংড়ি চাষকে একটি রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে সমান সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে।

৭.৭ প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণে যাতে অন্যান্য প্রজাতির পোনা ধ্বংস এবং পরিবহনে চিংড়ি পোনা নষ্ট না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি করা হবে।

৭.৮ চিংড়ি পোনার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হ্যাচারী নির্মাণের জন্য বে-সরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে ।

৭.৯ প্রাকৃতিকভাবে চিংড়ি প্রজননের স্বার্থে ভরা প্রজনন মৌসুমে সাগরে চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করা হবে। সাগরের কতিপয় নির্বাচিত চিংড়ি প্রজনন ক্ষেত্রকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

৭.১০ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী নির্মাণে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৭.১১ চিংড়ি চাষের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় এলাকায় সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং চিংড়ি আহরণ ও বিপননকালে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭.১২ লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বড় খামারগুলিতে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এসকল খামারকে সহজ ব্যবস্থাপনাযোগ্য ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করতে উৎসাহিত করা হবে।

৭.১৩ দেশজ উপাদান দিয়ে চিংড়ি খাদ্য তৈরীর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং চিংড়ি খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান যথা-ফিশ মিল, ভিটামিন ও মিনারেল প্রীমিকস, ফুড বাইন্ডার ইত্যাদি প্রয়োজনবোধে আমদানী করা হবে।

৭.১৪ চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনাসহ চিংড়ি ফসল আহরোণোত্তর স্বাস্থ্যসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। আহরণোত্তর চিংড়ির স্বাস্থ্যগত ও গুণগত

মান উন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হবে।

৭.১৫ চিংড়ির বৈদেশিক বাজার লাভের জন্য বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে।

৭.১৬ রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও চিংড়িজাত পণ্যের গুণগত উচ্চমান নিশ্চিত করণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।

৭.১৭ চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়ক সার্ভিস প্রদানের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় চিংড়ি সেল মাঠ পর্যায়েও সম্প্রসারিত করা হবে। চিংড়ি সেলগুলোকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য যোগ্য জনবল সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৭.১৮ চিংড়ি চাষের জন্য উপকূলীয় এলাকা চিহ্নিত করে দেয়া হবে। চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

৭.১৯ পরিবেশ বন্ধুভাবাপন্ন আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়ি চাষে উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

৭.২০ মৎস্য ও চিংড়ি চাষে বীমাকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি

বর্তমানে দেশের মোট মৎস্য সম্পদ আহরণের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের অবদান প্রায় ২৫% এবং এই আহরিত মৎস্য সম্পদের প্রায় ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্রাকার মৎস্য সেক্টরের অবদান। তবে ৪০ মিটার পানির গভীরতার মধ্যে এ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সীমিত। মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত ৭৩টি ট্রলার সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। এ

সেক্টরে সামুদ্রিক মাছ আহরণের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ১২ হাজার টন এবং এর মধ্যে চিংড়ির পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার টন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য আহরণ মাত্রা স্থিতিশীল রাখা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য ।

৮.১ অতীত মৎস্য জরিপ সমূহের ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

৮.১.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য অতীতে পরিচালিত অনুসন্ধান ও জরিপ প্রকল্প সমূহের ফলাফল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরী করা হবে।

৮.১.২ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বাস্তবমুখী করে সামুদ্রিক ট্রলার মালিক, যান্ত্রিক নৌকার মালিক ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নিকট সম্প্রসারিত করা হবে।

৮.১.৩ জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং প্রয়োজনে নতুন মৎস্য ক্ষেত্র সমূহে জরিপ পরিচালনা করা হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। মৎস্য আহরণকারীদের কাছ থেকে তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে মৎস্য সম্পদের সর্বশেষ অবস্থা ও গতিধারা, মৎস্য আহরণ কলাকৌশলের উন্নতি বিধান, মৎস্য ক্ষেত্রের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ইত্যাদির উপর বস্তুনিষ্ঠ সম্প্রসারণমূলক তথ্যাদি পুস্তকাকারে প্রণয়ন ও বিতরণ করা হবে।

৮.১.৪ দেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Exclusive Economic Zone) বিচরণশীল টুনা ও মেকারেল জাতীয় উপরিস্তরের

(পেলাজিক) মাছের উপস্থিতি, প্রাচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য অনুসন্ধান প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৮.১.৫ উপকূলীয় সামুদ্রিক এলাকায় ৪০ মিটারের কম গভীরতায় ট্রলার দ্বারা মৎস্য কিংবা চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করা হবে।

৮.১.৬ গভীর সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিদেশের সংগে যৌথ উদ্যোগে মৎস্য আহরণ বিষয় বিবেচনা করা হবে।

৮.১.৭ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.২ সামুদ্রিক জৈব সম্পদ সংরক্ষণ

৮.২.১ অতীতে বিভিন্ন জরিপ কর্মসূচি পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির বর্তমান আহরণের পরিমাণ, মৎস্য সম্পদের প্রায় সর্বোচ্চ আহরণযোগ্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদকে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৎস্য আহরণ ও মৎস্য শিকারের যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে সংরক্ষণশীল সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাছ ধরার ট্রলার বহরকে যুক্তিসংগত সংখ্যায় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৮.২.২ কিশোর চিংড়ি ও শিশু মাছ ধ্বংসকারী বেহুন্দি জালের প্রকৃত সংখ্যা এবং এই জালে ধৃত চিংড়ির পরিমাণ ইত্যাদির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে সংরক্ষণমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

৮.২.৩ সমুদ্রে নিরুপদ্রপ মৎস্য প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর চিংড়ির বাচ্চা জন্ম লাভ করে এবং উপকূলীয় নদ-নদী ও খাঁড়ি সমূহ চিংড়ি পোনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । সেজন্য পূর্ব নির্ধারিত মাসে নির্বাচিত

প্রজনন ক্ষেত্র সমূহ থেকে বাগদা, চাকা ও হরিণা চিংড়ি ধরা বন্ধ রাখা হবে। সমুদ্রে নিরুপদ্রপ মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও সংরক্ষণ করে সেখানে মাছ ও চিংড়ি ধরা বন্ধ রাখা হবে ।

৮.২.৪ পরিত্যক্ত মাছ বা "ট্রাশ ফিশ" আহরণ, সংগ্রহ ও বাণিজ্যিকভাবে এর ব্যবহারের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.২.৫ নির্বিচারে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ রোধ করার লক্ষ্যে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.২.৬ ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পারমাণবিক বর্জ্য সমুদ্রে নিক্ষেপন বন্ধ করার প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

৮.২.৭ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে।

৮.৩ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ

৮.৩.১ সমুদ্র থেকে আহরিত ৯৫% মাছই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের অবদান। সমুদ্র উপকূলে ক্ষুদ্রয়াতন মৎস্যজীবীদেরকে মৎস্য আহরণে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮.৩.২ উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরার অধিকার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। গবেষণা ও জরিপলব্ধ ফলাফল এবং বাণিজ্যিক আহরণের তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন মৎস্য আহরণের এলাকা সময়োপযোগী আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা হবে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

৮.৩.৩ মাছ ধরার আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মাধ্যমে গবেষণা এবং অনুসন্ধান চালানো হবে।

৮.৩.৪ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এজন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;-

(ক) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদ যথা-নৌকা, ইঞ্জিন, জাল, মাছ ইত্যাদির বীমা প্রকল্প চালু করা হবে।

(খ) প্রতিটি জেলে-নৌকা বাধ্যতামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সাজসরঞ্জাম ও রেডিও দ্বারা সজ্জিত হতে হবে।

(গ) জলদস্যুতা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(ঘ) মৎস্যজীবীদের দ্বারা গঠিত সংগঠনের সদস্যদের বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাছ ধরার নতুন ও উন্নত কলাকৌশল, মৎস্য সংরক্ষণ, বিতরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মৎস্যজীবীদের পেশাদারী যোগ্যতা এবং তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হবে।

(ঙ) মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রচলিত জামানত ঋণের স্থলে তদারকী ঋণ প্রকল্প চালু করা হবে।

(চ) উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবকাঠামোগত অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাদির প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আহরণকৃত মাছ

[illegible] না হয় এবং তারা উৎসাহ ব্যঞ্জক মূল্যে মাছ বিক্রয়ের সুযোগ লাভ করে।

(ছ) বে-সরকারি খাতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপনের পূর্বে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

৯.০ মৎস্য সম্পর্কীয় সহায়ক নীতি

৯.১ স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন

৯.১.১ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ স্থান সমূহকে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে।

৯.১.২ সরকার অনুমোদিত মান-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বেসরকারি খাতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও অবকাঠামো নির্মাণে উৎসাহ দান করা হবে এবং এরূপ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৯.১.৩ স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে মৎস্য অবতরণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

৯.১.৪ সমুদ্র উপকূলে অথবা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি ও বরফ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.২ মৎস্য পরিবহণ ও বিপনন

৯.২.১ রপ্তানিযোগ্য মৎস্য কিংবা চিংড়ি উন্মুক্ত যানবাহনে পরিবহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। শুধুমাত্র ইনসুলেটেড বা রেফ্রিজারেটেড ফিশভ্যান যোগে মৎস্য পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.২.২ মৎস্য বাজারজাতকরণের পূর্বে মাছ যথাযথভাবে শীতল অবস্থায় হিমাগারে সংরক্ষিত রাখার প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.২.৩ মৎস্য আহরণের পর মৎস্য সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.৪ মৎস্য বাজার স্বাস্থ্যসম্মত ও আধুনিক সুবিধাদি সম্বলিত হতে হবে। উন্মুক্ত এবং ময়লা ও কর্দমাক্ত স্থানে মৎস্য বাজারজাত করা যাবে না।

৯.২.৫ মৎস্য বাজারজাতকরণে কোল্ড-চেইন পদ্ধতির প্রচলন এবং হিমায়িত মাছ বিপণনের সুবিধাদি স্থাপনে মৎস্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.২.৬ বাজারজাতকরণের জন্য সরবরাহকৃত মৎস্য জীবাণুমুক্ত ও পঁচনমুক্ত হতে হবে। পঁচা, দুর্গন্ধযুক্ত ও মানুষের খাদ্য হিসেবে অনুপযোগী মাছ বিক্রয় আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

৯.২.৭ সকল পাইকারী ও খুচরা মৎস্য বাজার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন ও মৎস্য গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলতে হবে।

৯.২.৮ সরকারি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরিদর্শকগণকে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র কিংবা পাইকারী মৎস্য বাজার পরিদর্শন ও নিম্নগুণগত মানের মৎস্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে।

৯.৩ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

৯.৩.১ মৎস্য শুটকীকরণ, লবনে জারিতকরণ, নোনতাকরণ ইত্যাদি প্রকার সনাতনী প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির মান উন্নয়ন করা হবে।

৯.৩.২ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণে আধুনিক হিমায়িত মাছের বহুমুখী প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (Value Added Products) জোরদার করা হবে।

৯.৩.৩ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, মৎস্য পণ্য রপ্তানীকারক ও কিউরড মাছ কারখানার জন্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং তাদেরকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা মেনে চলতে হবে।

৯.৪ মৎস্য রপ্তানি

৯.৪.১ মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানিকে ১০০% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে এর রপ্তানি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.৪.২ মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারিখাত, রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামতকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

৯.৫ মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা

মৎস্য সেক্টরের বিপুল উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন জনশক্তি অত্যাবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে সময় উপযোগী ব্যবহারিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সীমিত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা এবং সম্প্রসারণলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা পাঠক্রম বিন্যাসিত হওয়া

প্রয়োজন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শিক্ষা নীতিমালা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা হবে ঃ

৯.৫.১ প্রাথমিক পর্যায় হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান পাঠ্য বইতে মৎস্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা রাখা হবে ।

৯.৫.২ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৎস্য শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে যথাযথ ভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে বিশ্বদ্যিালয়ের পাঠ্যক্রমকে বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

৯.৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের মৎস্য চাষ বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে হাতে কলমে কাজ করা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।

৯.৫.৪ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য বিষয়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী বিশেষজ্ঞ বিনিময় প্রথা প্রচলন করা হবে।

৯.৫.৫ মৎস্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে অধ্যয়ন করতে হলেও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় সমস্যার উপর গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হবে।

৯.৬ মৎস্য প্রশিক্ষণ

মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী, ব্যবসায়ী এ বিষয়ে আগ্রহী জনসাধারণের মধ্যে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, চাষ, আহরণ, বাজারজাতকরণ

প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯.৬.১ নির্বাচিত হ্যাচারী, নার্সারী ও উৎপাদন খামার সমূহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। হাতে কলমে মৎস্য চাষ, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৬.২ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির জন্য মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্য সংক্রান্ত উপজীবিকার উপর প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিগণই হবেন প্রধান লক্ষ্যগোষ্ঠী। কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং বেকার যুবকদের জন্য মৎস্য সংক্রান্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৯.৬.৩ মৎস্য সেক্টরের সরকারি ও বেসরকারিপ্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মৎস্য বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৯.৬.৪ চাকুরীতে প্রবেশ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য মৎস্য বিষয়ক নবতর পেশাগত প্রশিক্ষণ/নবায়নী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৬.৫ মৎস্য গবেষণা অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও অন্যান্য প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, বাজারজাতকরণ ও মৎস্য শিল্প স্থাপন প্রধানত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৯.৭ মৎস্য সম্প্রসারণ

মাছ ও চিংড়ির প্রাথমিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মৎস্যজীবী ও মৎস্য চাষীদের মধ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কলাকৌশল, স্থান ও সময়োপযোগী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি কার্যকরভাবে সম্প্রসারণ করে মাছের

উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব। এজন্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে ঃ

৯.৭.১ মৎস্য চাষী ও অন্যান্য লোকজনের সমাগম হয় এমন স্থানে সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে সফল ও লাভজনক মৎস্য চাষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে জনগণকে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

৯.৭.২ সংযোগ চাষীর জলাশয়ে মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে। সংযোগ চাষীকে মৎস্য চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং সময়মত তিনি যাতে মাছ চাষের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন সেদিকে নজর রাখা হবে। সংযোগ চাষীদের এরূপ প্রদর্শনী পুকুর মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন ও চাষীদের পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এভাবে সারা দেশে মৎস্য চাষের সম্ভাবনাময় ইউনিয়নে মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে।

৯.৭.৩ স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে।

৯.৭.৪ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক উৎসাহী মৎস্য চাষীদের সংঘবদ্ধ করা হবে ।

৯.৭.৫ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী এবং চিংড়ি ও মাছের পোনা সংগ্রহকারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে।

৯.৭.৬ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড জোরদারকরণের জন্য গণমাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ ও মাছ চাষের উপর বিভিন্ন আকর্ষণীয় কর্মসূচি প্রচার করা হবে ।

৯.৭.৭ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর মধ্যে যারা মৎস্য চাষ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে আগ্রহী তাদেরকে মৎস্য সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত করা হবে। তাছাড়া অন্যান্য এনজিওদেরকে মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।

৯.৭.৮ চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদান খোলা বাজারে সহজলভ্য করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

৯.৭.৯ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি উন্নয়নে নিয়োজিত সকল সংস্থা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে।

৯.৭.১০ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা যথা - মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা, নোনা জলে মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৯.৭.১১ ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে ।

৯.৮ মৎস্য গবেষণা

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট সহ দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্য বিষয়ক গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমস্যা ও তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড জরিপ ও গবেষণার সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নয়। এই সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

৯.৮.১ মৎস্য গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গবেষণালব্ধ ফল ব্যবহারকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রতা ও সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দেয়া হবে।

৯.৮.২ মৎস্য গবেষণা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে সৃষ্ট ভৌত সুযোগ সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গবেষণা ও জরিপ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৯.৮.৩ দেশের উন্নয়ন চাহিদার নিরীখে গবেষণালব্ধ ফল যেন মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করা হবে ।

৯.৮.৪ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরীক্ষা মূলক পুকুর এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হবে।

৯.৮.৫ মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব "উন্মুক্ত ক্ষেত্র গবেষণা নীতি" অনুসরণ করা হবে। গবেষণার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে এবং অন্যান্য বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদনমুখী গবেষণার উপর বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৯.৮.৬ বে-সরকারি ও সরকারি সংস্থা সমূহে যৌথভাবে মৎস্য গবেষণা চালানোর ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক মৎস্য ও চিংড়ি খামারের মালিকদের গবেষণা খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

৯.৮.৭ বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, সম্ভাবনা ও আর্থিক লাভ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে মৎস্য গবেষণার অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হবে।

৯.৯ মৎস্য সেক্টরের প্রতিষ্ঠানিক বিষয়াদি

৯.৯.১ মৎস্য সম্পদ ও মাছের বাসোপযোগী জলাশয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হবে এবং এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা হবে।

৯.৯.২ জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অতীত কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় অধিকতর অর্থপূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর সমূহকে প্রয়োজনবোধে পুনর্গঠন ও জোরদার করা হবে।

৯.৯.৩ মৎস্য সেক্টরে সরকারি খাস জলমহাল সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হবে।

৯.৯.৪ মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি, সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয় সাধন করা হবে।

৯.১০ মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য মৎস্য উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে তা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য নিম্নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হবে ঃ

৯.১০.১ উপকূলীয় অঞ্চলে "ম্যানগ্রোভ" বনাঞ্চলের ক্ষতি করে চিংড়ি ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করা হবে না।

৯.১০.২ প্রাকৃতিক জলাশয় ও সমুদ্রের জীব বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

৯.১০.৩ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী কোন রাসায়নিক দ্রব্য মৎস্য ও চিংড়ি চাষে ব্যবহার করা হবে না।

৯.১০.৪ পরিবেশ অনুকূল মৎস্য ও চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি অনুসরণ করা হবে।

৯.১০.৫ মৎস্য সম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল কোন কর্মকান্ড বা অন্য সম্পদের উপর মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৯.১০.৬ শিল্প বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় কোন জলাশয়ে নিষ্কাশন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ জোরদার করা হবে।

৯.১১ মৎস্য ঋণ

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনানুষ্ঠানিক ঋণ বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের মৎস্য চাষ ও মৎস্য আহরণ মূলত গ্রামীণ সমাজ, দরিদ্র চাষী এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খামারকে মৎস্য চাষে উপযুক্ত করে তুলতে হলে মৎস্য সেক্টরে প্রতিষ্ঠানিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরে প্রয়োজনীয় জামানত দেয়ার অপারগতার কারণে অতি সামান্য সংখ্যক মৎস্যজীবী প্রতিষ্ঠানিক ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন। অবস্থার চাপে তাদেরকে সনাতনী মহাজনী ঋণের নিগ্রহে পতিত হতে হয়। এই অবস্থার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত মৎস্য ঋণ নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

৯.১১.১ প্রতিষ্ঠানিক ঋণের জন্য মৎস্য সেক্টরকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেক্টর হিসেবে গণ্য করা হবে।

৯.১১.২ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরে সম্পত্তি জামানত বাধ্যতামূলক না করে উৎপাদনের শুরু হতে বিপণন পর্যন্ত পরিপূর্ণ তদারকী ঋণ প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করা হবে।

৯.১১.৩ চিংড়ি ও অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য মাছের চাষ রপ্তানি মুখী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দান, আয়কর রেয়াত, ট্যাক্স হলিডে ইত্যাদি বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯.১১.৪ মৎস্য সেক্টরে ঋণ প্রদান সহজ ও ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে মৎস্য ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে।

৯.১২ মৎস্য সমবায়

৯.১২.১ দেশের বৃহদায়তন বিশিষ্ট প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম সরকারি খাস জলাশয় সমূহের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্যজীবি ও মৎস্যচাষীদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

৯.১২.২ মৎস্য বিষয়ক যে কোন ধরনের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.১২.৩ সরকারের খাস জলাশয়গুলো মৎস্য সমবায়ীদের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদি বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৯.১২.৪ মৎস্য সমবায়ীদেরকে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে।

১০.০ অন্যান্য বিষয়াদি

১০.১ লাইসেন্স প্রদান ক্ষমতা

১০.১.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার জন্য যাবতীয় মৎস্যযান এবং সরঞ্জামাদির উপর লাইসেন্স প্রদান, বাতিল কিংবা নবায়নের দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকবে।

১০.১.২ যে কোন মৎস্যযান ও মৎস্য শিকার ইউনিট মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে।

১০.১.৩ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণকল্পে মাছ ও চিংড়ি হ্যাচারীর এবং নার্সারীর জন্য নিবন্ধন প্রথা চালু করা হবে।

১০.২ শিল্প

মাছ ধরার উপকরণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও গুণগত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্প সমূহের উন্নতির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে নতুন শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০.৩ আমদানি

ন্যায্য মূল্যে মৎস্য প্রাপ্তির জন্য মৎস্য আহরণ অথবা চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর রেয়াতী হারে আমদানি কর এবং বিক্রয় কর ধার্য করা হবে। রপ্তানি মুখী কর্মকান্ডের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম আমদানি করমুক্ত করা হবে। বেসরকারি উদ্যোগে মৎস্য চাষ, চিংড়ি আহরণ ও মৎস্য চাষে ব্যবহৃত অতীব প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর আমদানি শুল্ক রেয়াত প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

১০.৪ রপ্তানি

বর্তমানে মৎস্য রপ্তানি পণ্যের গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মৎস্য সামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাজার দর তুলনামূলকভাবে কম। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

১০.৪.১ গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দ্রব্যাদির মান উন্নত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

১০.৪.২ সকল মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিম্নমানের মৎস্য পণ্য রপ্তানি করলে কারখানার মালিক কিংবা রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.৪.৩ কেবলমাত্র ২/১টি প্রজাতির উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, মাছ, কচ্ছপ, অন্যান্য জলজ প্রজাতির রপ্তানি বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

১০.৪.৪ চিংড়ি, মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের বিভিন্নতা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের উপস্থাপনার মধ্যে যথা সম্ভব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হবে। আন্তর্জাতিক চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের "ভ্যাল্যু-এডেড প্রডাক্টস" তৈরীর প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.৫ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা

ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলোর গড় ব্যবহার মাত্রা খুবই অল্প হওয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য চাহিদাকৃত কাঁচা মালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন প্রক্রিয়াকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

১০.৬ আত্মকর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

১০.৬.১ প্রকৃত মৎস্য উৎপাদনমূলক কাজের প্রতি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করার জন্য অব্যবহৃত খাস পুকুর, দীঘি ও জলাশয় ইজারা দেয়া সহ সব রকম সরকারি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১০.৬.২ মৎস্যজীবিদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১০.৭ অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য প্রেরণা

চিংড়ি চাষ, মাছ চাষ ও হ্যাচারী ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের প্রেরণামূলক বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি মঞ্জুর করা ছাড়াও উদ্যোক্তা/সংগঠক/সংগঠন এবং অনুঘটকদের সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হবে ।

১০.৭.১ মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনাময় অঞ্চল সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

১০.৭.২ মৎস্য ও চিংড়ি খামারে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য হার কৃষি ক্ষেত্রের অনুরূপ করা হবে।

১০.৮ নির্ভরযোগ্য ডেটাবেজ (Data Base)

মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি আহরণ, সংরক্ষণ ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মৎস্য সেক্টরে একটি সুদৃঢ় ডেটাবেজ (Data base) গঠন করা হবে।

১০.৯ জাতীয় মৎস্য পরিকল্পনা

অঞ্চল ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

৫—

১০.১০ বিদেশী প্রজাতির মাছ/পোনা আমদানি

সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া বিদেশী কোন প্রজাতির মাছ বা পোনা আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় করা যাবে না।

১১.০ জাতীয় মৎস্য নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

১১.১ জাতীয় মৎস্য নীতি সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য খাতের নিম্নবর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়।
(খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়।
(গ) উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ।
(ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

এ উপখাতগুলোর উন্নয়নকল্পে অন্যান্য সহায়ক নীতির সহায়তা নেয়া হবে।

১১.১.১ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উপরোক্ত উপখাতসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবে ঃ

(ক) স্বাদুপানির বদ্ধ জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনয়ন এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইন সংশোধন, নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে এ সকল জলাশয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

(খ) স্বাদুপানির মুক্ত জলাশয়ে সম্ভাব্য লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(গ) উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত এবং জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে চিংড়ি ও মৎস্য চাষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ, সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাছের প্রবেশ পথ প্রতিবন্ধকতাহীনকরণ ও উৎপদন বৃদ্ধি এবং আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে ।

(ঙ) জরিপের মাধ্যমে সাগরের মৎস্য সম্পদ পরিমাপ, সহনশীল মাত্রায় আহরণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রচলিত আইন সমূহ যুগোপযোগী করা হবে।

(চ) প্রযুক্তি সফল প্যাকেজভিত্তিক প্রযুক্তির প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হবে।

(ছ) বেসরকারি খাত ও আপেক্ষিক সুবিধা সম্বলিত উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

(জ) মৎস্য আহরণোত্তর অপচয় রোধকল্পে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে।

(ঝ) মৎস্যজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও গুণগতমান নিশ্চিত করা হবে ।

(ঞ) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণকল্পে প্রণীত আইন সমূহ সময়োপযোগীকরণ ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে ।

(ট) মৎস্য সম্পদ বিকাশে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হবে ।

১১.১.২ সরকারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নের পাঁচটি ক্ষেত্রে সরকার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং ঐ সকল বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে ঃ

(ক) গবেষণা;
(খ) সম্প্রসারণ;
(গ) প্রশিক্ষণ;
(ঘ) পরামর্শ সেবা প্রদান;
(ঙ) তদারকী।

১১.১.৩ বেসরকারি মৎস্য খাতকে উৎসাহিত করার জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ঃ

(ক) উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(খ) উন্নত প্রজাতি সরবরাহ;
(গ) স্বাস্থ্য সেবা;
(ঘ) মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্যের প্রাপ্তি;
(ঙ) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা যথা- অবকাঠামো, ঋণ ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করণের সুবিধা সৃষ্টি করা; ও
(চ) সমিতি বা সংগঠন ও সংস্থা সৃষ্টির জন্য সহযোগিতা প্রদান।

১১.১.৪ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকারি খাস জলাশয় প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১১.২ জাতীয় মৎস্য নীতির সফল বাস্তবায়ন এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মৎস্য সংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি এবং মাননীয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে।

১১.৩ জাতীয় মৎস্য নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংশোধন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে ।

১১.৪ জাতীয় মৎস্য নীতি বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মসূচিতে ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে ।

বাঃসঃমুঃ-২০০৩/০৪-৪৯৮৬ (কম-সি)—২০০০ বই, ২০০৪।

মুদ্রণে বি,জি, প্রেস (অফসেট)